উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

জীবননগর উপজেলা পরিষদের জুলাই/২০১৭ মাসের সভার কার্যবিবরণী।

সভা নং ঃ ০১/২০১৭-১৮

স্থান ঃ উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষ

তারিখ ঃ ২০-০৭-২০১৭ খ্রিঃ, সময়ঃ বেলা- ১১-০০ ঘটিকা।

সভাপতি ঃ জনাব আবু মোঃ আঃ লতিফ
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ পরিশিষ্ট- ক

সভার শুরুতে সভাপতি জনাব আবু মোঃ আঃ লতিফ, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে স্বাগত জানান। ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আয়েশা সুলতানা সভায় উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভা শুরু হয়। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে জনাব মোঃ সেলিম রেজা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জীবননগর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১। গত জুন/১৭ মাসের সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করা হয়।	সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	-
০২। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। গত ৩১-০৫-২০১৭খ্রিঃ তারিখে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সুপারিশসমূহের উপর সভায় পুনরায় পর্যালোচনা করা হয়। (ক) অপারেশন ও চিকিৎসক পদায়ন সংক্রান্ত ঃ সভায় অত্র স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এর ইওসি সংশ্লিষ্ট অপারেশন সমূহ চালু করার জন্য অতি সত্বর একজন এ্যানেসথেসিয়া এবং একজন গাইনী চিকিৎসক পদায়নসহ চিকিৎসক স্বল্পতার বিষয়টি সভায় আলোচনা করা হয় (খ) এ্যাম্বুলেন্স সংক্রান্ত ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এর এ্যাম্বুলেন্সটি দীর্ঘ দিনের পুরাতন হওয়ায় প্রায়শই বিকল হয়। বিধায় নতুন একটি এ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহের জন্য আলোচনা করা হয়। (গ) X-Ray মেশিন সংক্রান্ত ঃ হাসপাতালের X-Ray মেশিন দীর্ঘদিন অকেজো থাকায় জনস্বার্থে নতুন ০১ (এক) টি X-Ray মেশিন পাওয়ার উদ্যোগ গ্রহন করার বিয়য়ে আলোচনা করা হয়।	উক্ত বিষয় সমুহের ব্যাপারে সহোযোগিতার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র প্রেরণের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসারকে অনুরোধ করা হলো।	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার।
০৩। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ঃ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি আরও বলেন যে- (ক) আন্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের এফডব্লিউসি এর সীমানা প্রাচীর না থাকায় প্রতিষ্ঠানটির জায়গা বেদখলসহ নিরাপত্তা বিঘ্নিত ঘটছে এবং বাঁকা এফডব্লি-উসি কেন্দ্র টি ২৪ ঘন্টা ডেলিভারী কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত, কিন্তু একমাত্র টয়লেটটি অনেক দূরে অবস্থিত এবং ব্যবহারের অনুপোযোগী হওয়ায় ডেলিভারী কাজে মারাত্মকভাবে বিঘ্ন ঘটায় সীমানা প্রাচীর এবং টয়লেট নির্মানের জন্য আলোচনা করা হয়। (খ) উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মাহমুদা খাতুন বলেন যে, ১১ই জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে জীবননগর উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের অগ্রগতি সাধনে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান	(ক) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ প্রাপ্তির পর বিবেচনা করা হবে। (খ) এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার।

এবং উপজেলার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গার পক্ষ থেকে জীবননগর উপজেলা পরিষদকে জেলার মধ্যে "শ্রেষ্ঠ উপজেলা পরিষদ" ঘোষনা ও পুরস্কার (ক্রেস্ট ও সনদ) প্রদান করা হয়। একই ভাবে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের অগ্রগতির লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের সর্বাত্বক সহযোগিতার জন্য উথলী ইউনিয়ন পরিষদকে জেলার মধ্যে "শ্রেষ্ঠ ইউনিয়ন পরিষদ" ঘোষনা ও পুরস্কার (ক্রেস্ট ও সনদ) প্রদান করা হয়।	অগ্রগতি আরও বাড়াতে হবে এবং এই পুরস্কার পাওয়ায় পরিষদের সকল সদস্য উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসারকে ধন্যবাদ জানান।	
০৪। উপজেলা কৃষি ও সেচ বিষয়ক কার্যক্রম ঃ উপজেলা কৃষি অফিসার বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। গত ০১-০৬-২০১৭খ্রিঃ তারিখে কৃষি ও সেচ বিভাগীয় স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সুপারিশসমূহের উপর সভায় পুনঃ পর্যালোচনা করা হয়।		উপজেলা কৃষি অফিসার।
(ক) আউশ চাষীদের মধ্যে গুটি ইউরিয়া বিতরণের জন্য ৫০০ জন বোরো চাষীর তালিকা করা হয়েছিলো। কিন্তু তাদেরকে সময়মত গুটি ইউরিয়া বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। গত মার্চ/১৭ মাসের উপজেলা পরিষদের মাসিক সভার প্রস্তাব অনুযায়ী আউশ চাষীদের মধ্যে গুটি ইউরিয়া বিতরণের প্রস্তাব করা হয়। গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের ফলে ৩০% ইউরিয়া সাশ্রয় হবে। ধানের ফলন ১০-১৫% বৃদ্ধি পাবে।	(ক) তালিকাভূক্ত আউশ চাষীদের মধ্যে গুটি ইউরিয়া বিতরণের সুপারিশ করা হলো।	
(খ) কুমড়া জাতীয় ফসলে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারে উপজেলার বিভিন্ন ব্লকে ৫০০ জন তালিকাভূক্ত সব্জি চাষীর মধ্যে ফেরোমন ফাঁদ বিতরণের পূর্ব সিদ্ধান্তের উপর আলোচনা হয়। সব্জি উৎপাদনে বালাইনাশকের ব্যবহার কমবে। নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত সব্জি উৎপাদন হবে।	(খ) তালিকাভূক্ত চাষীদের মধ্যে দ্রুত ফেরোমন ফাঁদ বিতরণের সুপারিশ করা হলো	
(গ) কৃষি বিভাগের আওতাধীন জমিগুলোর সীমানা নির্ধারণপূর্বক দ্রুত ঘিরে দেয়ার ব্যবস্থা করিলে জমিগুলো রক্ষা পাবে এবং বাগান গড়ে তোলা সম্ভব হবে।	(গ) সীমানা নির্ধারণপূর্বক দ্রুত ঘিরে দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা হলো।	
(ঘ) মুজিবনগর প্রকল্পের কৃষক র‍্যালি, এসসিডিপি প্রকল্পের কৃষক মটিভেশন টুরে কৃষক নতুন কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারবে এবং প্রযুক্তি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।	(ঘ) ঈদুল ফিতরের পর কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হলো।	
০৫। উপজেলা মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম ঃ মৎস্য বিভাগীয় ঃ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলেন যে, দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। গত ১০-০৭-২০১৭খ্রিঃ তারিখে উপজেলা মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সুপারিশ সমূহের উপর সভায় নিম্নরূপ পর্যালোচনা করা হয় - (ক) জীবননগর উপজেলায় পৌর মাছ বাজারে প্রতি মাসেই নিয়মিত মাছের ফরমালিন সনাক্তকরণ পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত কোন ফরমালিনের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। এছাড়া নিয়মিত ভাবে মাছ বিক্রেতাদের ফরমালিন বিরোধী সচেতনা ও উদ্বুদ্ধকরন করা হচ্ছে। তিনি জীবননগর পৌর মাছ বাজারকে ফরমালিন মুক্ত মাছ বাজার ঘোষনার জন্য সভায় প্রস্তাব করেন। এ প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ সেলিম রেজা জানান যে, তাহার নেত্রীত্বে পৌর মাছ বাজারে ফরমালিন বিরোধী ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়। পরীক্ষাকৃত কোন মাছে ফরমালিন পাওয়া যায় নাই।	(ক) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে পৌর মাছ বাজারে ফরমালিন বিরোধী অভিযান ও ভ্রাম্যমান আদালত অব্যাহত রাখার এবং পৌর মাছ বাজারকে ফরমালিন মুক্ত ঘোষনার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো।	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা।
(খ) জীবননগর উপজেলাধীন বেনীপুর বাওড়ে ইছাখালী খালে বাঁধ নেই। প্রতি বছর বর্ষায় প্লাবিত হয়ে প্রচুর মাছ বের হয়ে যায়। ফলে মৎস্যজীবিরা ক্ষতিগ্রস্থ	(খ) প্রকল্প ০২টি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ প্রাপ্তির	

হচ্ছে। উক্ত খালে লোহার নেট যুক্ত একটি বাঁধ নির্মানে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ও মারুফদহ বাওড়ে ০.৫ হেক্টর আয়তনের ১টি মৎস্য অভয়াশ্রম নির্মাণের জন্য ৭৫,০০০/- (পছাত্তর হাজার) টাকাসহ মোট ২,২৫,০০০/- টাকা ব্যয় হবে।	পর বিবেচনা করা হবে।	
০৬। উপজেলা প্রাণি সম্পদ বিভাগ ঃ উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠ ও স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি আরও জানান রায়পুর ইউনিয়নে "কৃষকের দোর গোড়ে টিকা" শীর্ষক ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় কৃষক/খামারী ও তাদের পশু পাখির ডাটা বেইজ এর নিমিত্তে তথ্য সংগ্রহ চলছে। ইতোঃ মধ্যে ১,০০০ (এক হাজার) কৃষক/খামারীর তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত হলে ডাটা এন্ট্রিও প্রাণি স্বাস্থ্য কার্ড প্রনয়ণ করা হবে মর্মে তিনি সভাকে জানান।	ইনোভেশন কার্যক্রম গ্রহনের বিষয়ে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা।
০৭। উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ঃ উপজেলা প্রকৌশলী বলেন যে, গত ০৬-০৭-২০১৭খ্রিঃ তারিখে যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার নিম্নরুপ সুপারিশসমূহ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। (ক) উপজেলা পরিষদ তহবিলের অর্থে নিম্নবর্ণিত প্রকল্প ০৪টি গ্রহণের বিষয়ে স্থায়ী কমিটির সভায় সুপারিশ করা হয়েছে- (১) হাসাদহ হইতে সুটিয়া রাস্তায় ১টি কালভার্ট এর স্লাব নির্মাণ। (২) আন্দুলবাড়ীয়া ইউপির বাজদিয়া প্রাইমারী স্কুলের উত্তর পার্শ্বে ১টি U-টাইপ ড্রেন কালভার্ট নির্মাণ। (৩) খয়েরহুদা গ্রামের বিলপাড়া শষ্টিতলা হইতে কাশেম আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় অভিমুখে রাস্তায় H.B.B রি সেটিং করন। (৪) বাজদিয়া গ্রামের স্কুল হইতে ইসলামের বাড়ীর রাস্তা H.B.B করন। উপজেলা পরিষদ তহবিলে নতুন বছরে কোন অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। (খ) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এডিপির আওতায় সরকারী বরাদ্দের ১,৩৩,৭০,০০০/- টাকা এবং উন্নয়ন তহবিলের (রাজস্ব উদ্বৃত্ত) ৭০,০৯,৮৭৩/= টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। নির্ধরিত সময়ে মধ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি এবং তার বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও কার্যসহকারীগণ প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন কাজ নিবিড়ভাবে তদারকি করেছেন মর্মে জানান। গুনগতমান সন্তোষজনক। অন্যান্য সদস্যগণও প্রকল্পের গুনগত মান সম্পর্কে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। (গ) নতুন ২০১৭-১৮ অর্থ বছর শুরু হয়েছে। এডিপি তহবিলে এ পর্যন্ত কোন অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। এ বছর উপজেলা পরিষদের রাজস্ব উদ্বৃত্ত ৫০,০০,০০০/= (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা উন্নয়ন তহবিলে স্থানান্তর হয়েছে। এডিপি তহবিলে বরাদ্দ পেতে বিলম্ব হওয়ায় প্রতি বছর গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নে সময়স্বল্পতাজনিত সমস্য দেখা দেয়। যেহেতু উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিলে অর্থ আছে সেহেতু উক্ত অর্থের বিপরীতে বিধি মোতাবেক প্রকল্প গ্রহণ এবং এডিপি তহবিলে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।	(ক) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এডিপি তহবিলে বরাদ্দ প্রাপ্তির পর বিবেচনা করা হবে। (খ) অচীরেই নতুন বছরের জন্য এডিপি তহবিলে বরাদ্দ পাওয়া যাবে। নতুন বছরের জন্য আগাম প্রকল্প প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপজেলা প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানানো হয়। (গ) আলোচনান্তে উক্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী জীবননগর।
০৮। উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার বলেন যে, গত ০৬-০৭-২০১৭খ্রিঃ তারিখ উপজেলা সমাজকল্যান বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় গৃহীত নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহের উপর পুনরায় সভায় পর্যালোচনা করা হয়। (ক) আন্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ২৭৮ জন বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দুঃস্থ মহিলা	(ক) উপজেলা সমাজসেবা	উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার।

ভাতা ভোগীর ভাতা বিতরনের ক্ষেত্রে সোনালী ব্যংক, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা শাখা হতে বিতরন করা হয়। এতে করে গরীব দুঃস্থ, অসহায় ও অনেক অসুস্থ ভাতাভোগীর পক্ষে সোনালী ব্যংক, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা শাখা হতে টাকা ইত্তোলন অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অথচ আন্দুলবাড়ীয়া অগ্রনী ব্যাংক, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা শাখা আন্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন সদরে অবস্থিত। বিধায় ভাতাভোগীরা অতি সহজেই সেখান থেকে ভাতা গ্রহন করতে পারে। সোনালী ব্যংক, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা শাখার যার ব্যাংক হিসাব নং ৩১০৮০০১০১৯৫০৫ হতে আন্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ভাতা ভোগীদের (বিধবা) পৃথকরন পূর্বক অগ্রনী ব্যাংক, আন্দুলবাড়ীয়া, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা শাখা একটি ব্যাংক হিসাব খুলে তাদের ভাতা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হলো।	অফিসারকে এসংক্রান্ত বিষয়ে বিধি বিধান পর্যালোচনা সাপেক্ষে সভাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	
(খ) উপজেলা অফিস ভবন সংস্কার/মেরামত ঃ উপজেলা সমাজসেবা অফিস ভবন এর ছাদের নিচে অফিসে অবস্থান করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। যে কোন সময় ছাদ ঢসে পড়লে অফিসের জনবলের মারাত্নক জখম এমনকি প্রাণনাশের আশংকা রয়েছে। বিধায় উপজেলা সমাজসেবা অফিস ভবনটি দ্রুততম সময়ে সংস্কার/মেরামত করা প্রয়োজন। সংস্কারের মধ্যে উপরের ছাদ, জানালা দরজা সংস্কার, উপজেলা সমাজসেবা অফিসারে রুম টাইলস, আলাদা বাথরুম, চলমান বাথরুম সংস্কার/নির্মান বাথরুমের ট্যাঙ্কি সংস্কার/নির্মান, কর্মচারীদের রুম পার্টিশন ০১ (এক) টি, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের অফিসে উঠার জন্য লেভেল সিড়ি ও প্রয়োজনীয় রং বার্নিশ।	(খ) অতিদ্রুত ভবনটি সংস্কারযোগ্য কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুত করে আগামী সভায় দাখিল করিবার জন্য উপজেলা প্রকৌশলীকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হলো।	
০৯। মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বলেন যে, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা ০৭-০৬-২০১৭খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার নিম্নরুপ সুপারিশসমূহ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। (ক) উপজেলা আইসিটি ভবন নির্মান সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বলেন যে, ইতোপূর্বে মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপজেলা প্রকৌশলী অফিসের উত্তর পার্শে উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান এর কার্যালয় এবং বিআরডিবি অফিসের মধ্যবর্তী যে জায়গা আছে তা উপজেলা আইসিটি (মাধ্যমিক) ভবন নির্মাণের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। আইসিটি ভবনের নক্সা অনুযায়ী ৬৮' x ৬৪' বর্গফুট জমির প্রয়োজন। কিন্ত জরীপ করে দেখা যায় বিদ্যমান জমির পরিমাণ ৫৬'x ৬৪' বর্গফুট। এখন বিআরডিবি গোডাউন (আংশিক) সরিয়ে এবং আনছার ভিডিপি অফিসের গায়ে লেগে যায় এবং সবমায় এর গোডাউন আংশিক অপসারণ করা হলে প্রয়োজনীয় জমির সংকুলান হবে।	(ক) যত দ্রুত সম্ভব জায়গা নির্বাচন করে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার।
(খ) উপজেলা মহিলা শিক্ষিকা হোস্টেলের প্রাচীরের উপর ঝড়ে একটা গাছ ভেঙ্গে পড়ে আছে। গাছটি দ্রুত অপসারণ করা দরকার। নইলে যে কোন মূর্হুতে প্রাচীরটি ভেঙ্গে অনেক ক্ষয় ক্ষতি হতে পারে।	(খ) দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	
(গ) এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা/২০১৭ ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উপজেলা পর্যায় ফলাফল ভাল না হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং আগামীতে যাতে ভাল ফলাফল অর্জন করা যায় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও দায়িত্ববান হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	(গ) উক্ত সিদ্ধান্তে সাথে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	
(ঘ) প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়মিত মনিটরিং করা ব্যাপারে ব্যপক আলোচনা করা হয় । উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার নিয়মিত প্রতিষ্ঠানগুলি মনিটরিং করবেন পাশাপাশি পরিষদের কর্মকর্তাগণ নিজ	(ঘ) উক্ত সিদ্ধান্তে সাথে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	